,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়
জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের অধীন পিরোজপুর জেলা শহরে
আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প এর প্লট বরাদ্দের

প্রসপেক্টাস ও আবেদনপত্র-২০১৯

মূল্য ঃ ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা মাত্র।

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ
৮২, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.nha.gov.bd
বাস্তবায়নেঃ জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা ডিভিশন, খুলনা।

Download from www.nha.gov.bd Date: 18/09/2019

,

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে পিরোজপুর জেলা শহরে আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প এর আবাসিক প্লট বরাদ্দের প্রসপেক্টাস-২০১৯

১.০ আবেদনকারীর যোগ্যতাঃ

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের অধীন পিরোজপুর জেলা শহর প্লট উন্নয়ন প্রকল্প এর আবাসিক প্লট বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য আগ্রহী বাংলাদেশী নাগরিক/ব্যক্তিগণ ক্রয়কৃত প্রসপেক্টাস এর সাথে সংযুক্ত নির্ধারিত ফরমে বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত তারিখের মধ্যে আবেদন দাখিল করতে হবে।

১.১ আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। বরিশাল বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহের স্থায়ী অধিবাসীগন শুধুমাত্র এই প্রকল্পে প্লট বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

১.২ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশের নাগরিকগণ (NRB) প্লট বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং তাদের ক্ষেত্রে ঐ দেশের নোটারী পাবলিক/বাংলাদেশ দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সম্মুখে সম্পাদিত হলফনামা আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট (www.nha.gov.bd) হতে প্রসপেক্টাস ও আবেদনপত্র ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্রসহ Chairman, National Housing Authority, 82, Segunbagicha, Dhaka-1000, Bangladesh. ঠিকানায় ডাক মাশুলের খরচসহ প্রেরণ করতে হবে। প্রসপেক্টাস বাবদ ১৫.০০ মার্কিন ডলার এবং প্লট বরাদ্দের জন্য নির্ধারিত জামানতের টাকার সমপরিমান মার্কিন ডলার **একত্রে** Chairman, National Housing Authority এর নামে FC A/C.No. 0211-130000300 হিসাবে SWIFT CODE BKSIBDDHA002 BASIC BANK LIMITED (Main Branch) MOTIJHEEL, DHAKA, BANGLADESH-জমা প্রদান করে মূল মানি রশিদের ফটোকপি আবেদনপত্রের সহিত প্রেরণ করতে হবে।

১.৩ যদি কারো পিরোজপুর জেলার পৌর এলাকার মধ্যে নিজ নামে/স্ত্রী/স্বামী/সন্তান/পোষ্যের নামে বা বেনামে বসবাসের জন্য কোন ঘর-বাড়ি অথবা জমি/ফ্ল্যাট থাকিলে এই প্রকল্পে প্লট বরাদ্দের জন্য দরখাস্ত করিবার যোগ্য হইবে না। এ বিষয়ে পরবর্তীতে উক্তরূপ প্রমানিত হইলে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দের আদেশ বাতিল করা হবে এবং জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে।

১.৪ আবেদনকারীর বয়স ০১-০৬-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে নূন্যতম ২৫ (পঁচিশ) বছর হতে হবে।

১.৫ মুক্তিযোদ্ধা কোটায় মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/স্ত্রী এই প্রকল্পে প্লট বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

২.০ প্রসপেক্টাস ও আবেদনপত্র ক্রয় ও দাখিল ঃ

২.১ নিম্নলিখিত দপ্তর সমূহে অফিস চলাকালীন সময়ে **১০০০.০০ (এক হাজার)** টাকা নগদ গ্রহণ সাপেক্ষে পত্রিকায় প্রকাশিত তারিখ হতে প্লটের প্রস্পেক্টাস বিক্রয় ও আবেদনপত্র গ্রহণ করা হইবে :

(১) খুলনা ডিভিশন, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, খালিশপুর, খুলনা।
(২) ঢাকা ডিভিশন-১, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, মিরপুর, ঢাকা।
(৩) ঢাকা ডিভিশন-২, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
(৪) মিরপুর গৃহসংস্থান বিভাগ-২, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, মিরপুর, ঢাকা।
(৫) ই/এম ডিভিশন, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গৃহায়ন ভবন (৭ম তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
(৬) পরিকল্পনা ও ডিজাইন ডিভিশন, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গৃহায়ন ভবন (৭ম তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
(৭) চট্টগ্রাম ডিভিশন, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
(৮) সিলেট ডিভিশন, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, শিবগঞ্জ, সিলেট।
(৯) রাজশাহী ডিভিশন, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, সপুরা, রাজশাহী।
(১০) দিনাজপুর ডিভিশন, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, নিউ টাউন, দিনাজপুর।
(১১) উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়, উপ-বিভাগ, বরিশাল।
(১২) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পিরোজপুর।

২.২ প্রত্যেক আবেদনকারীকে আবেদনপত্রের সঙ্গে নিম্নলিখিত হারে জামানতের টাকা চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ,এর অনুকূলে যে কোন তফসীলভুক্ত/বাণিজ্যিক ব্যাংক হইতে ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডার এর মাধ্যমে জমা দিতে হইবে :

৪.০০ কাঠা এবং এর উর্দ্ধে আয়তনের প্লটের জন্য ১,৫০,০০০.০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মাত্র।
৪.০০ কাঠার নিম্ন আয়তনের প্লটের জন্য ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা মাত্র ।

২.৩ যারা প্লট পাবেন না তাদের জামানতের টাকা বরাদ্দ প্রাপকের তালিকা প্রকাশের পর স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা ডিভিশন, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, খালিশপুর, খুলনা অফিস হইতে অনলাইন ব্যংকিং এর মাধ্যমে আবেদনকারীর এ্যাকাউন্টে প্রেরণ করা হবে। তবে কোনপ্রকার সুদ প্রদান করা হবে না।

Download from www.nhabd.com Date: 18/09/2019

২.৪ সকল আবেদনকারী তাদের জামানতের টাকা যে ব্যাংক ও একাউন্ট নম্বরে ফেরত পেতে ইচ্ছুক তার একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, **রাউটিং নাম্বার** ও ঠিকানা আবেদনপত্রে উল্লেখ করবেন। যে সকল আবেদনকারী প্লট পাবেন না অথবা প্লট পেলে পরবর্তীতে নিতে আগ্রহী হবেন না তাদের জামানতের টাকা উক্ত একাউন্ট নম্বর ও ঠিকানায় আবেদন সাপেক্ষে অনলাইন ব্যাংকিং এ প্রেরণ করা হবে।

৩.০ প্লটের আয়তন, মূল্য, সংখ্যা এবং প্লটের দখল হস্তান্তর সংক্রান্ত ঃ

৩.১ কাঠা প্রতি জমির আনুমানিক মূল্য = ৪,০০,০০০/- লক্ষ (কথায়- চার লক্ষ) কম/বেশী টাকা মাত্র।
নিম্নে প্লটের মূল্য ও আনুমানিক সংখ্যা দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	প্লটের আয়তন (কম/বেশী)	প্লটের সংখ্যা (কম/বেশী)
০১	৭.৫০ কাঠা	০১টি
০২	৭.০০ কাঠা	০২টি
০৩	৫.০০ কাঠা	০৩টি
০৪	৪.০০ কাঠা	২৩টি
০৫	৩.৭৯ কাঠা	০১টি
০৬	৩.৫০ কাঠা	০৪টি
০৭	৩.৪০ কাঠা	০২টি
০৮	৩.০০ কাঠা	১৩২টি
	সর্বমোট =	১৬৮টি

৪.০ প্লটের কিস্তি পরিশোধ ঃ

৪.১ বরাদ্দ প্রাপক প্লটের মূল্য একাধিক কিস্তিতে অথবা এককালীন পরিশোধ করতে পারবেন।

(ক) প্রথম কিস্তি ঃ বরাদ্দকৃত জমির মোট মূল্যের ২০% টাকা বরাদ্দ পত্র জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। আবেদনের সময় জামানত হিসেবে প্রদত্ত টাকা প্রথম কিস্তির সাথে সমন্বয় করা হবে।
(খ) দ্বিতীয় কিস্তি ঃ বরাদ্দ পত্র জারীর ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ৯% সুদসহ মোট মূল্যের ২০% টাকা পরিশোধ করতে হবে।
(গ) তৃতীয় কিস্তি ঃ বরাদ্দ পত্র জারীর ১২ (বার)) মাসের মধ্যে মোট ৯% সুদসহ মূল্যের ২০% টাকা পরিশোধ করতে হবে।
(ঘ) চতুর্থ কিস্তি ঃ বরাদ্দ পত্র জারীর ১৮ (আঠার) মাসের মধ্যে ৯% সুদসহ মোট মূল্যের ২০% টাকা পরিশোধ করতে হবে।
(ঙ) পঞ্চম কিস্তি ঃ বরাদ্দ পত্র জারীর ২৪(চব্বিশ) মাসের মধ্যে ৯% সুদসহ মোট মূল্যের ২০% টাকা পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ সর্বমোট ১০০% মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

৪.২ বরাদ্দপত্র জারীর ৩০ দিনের মধ্যে প্লটের সমুদয় মূল্য সুদ ব্যতিত এককালীন পরিশোধ অথবা জমির ৫ম কিস্তির টাকা পরিশোধের ৬ (ছয়) মাস এর মধ্যে আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে প্লটের বাস্তব দখল হস্তান্তরসহ লীজ দলিল রেজিস্ট্রি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এর যাবতীয় ব্যয়ভার বরাদ্দ গ্রহিতাকে বহন করতে হবে।

৪.৩ লীজ দলিল সম্পাদনের ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে অবশ্যই জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর ছাড়পত্র এবং স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষ/ প্রকল্প এলাকার জন্য সরকার নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী বাড়ী নির্মাণ করতে হবে। অন্যথায় বরাদ্দ বাতিল পূর্বক জমাকৃত অর্থের ৫% বাজেয়াপ্ত করিয়া অবশিষ্ট অর্থ ফেরত দেওয়া হইবে।

৪.৪ যাহারা বরাদ্দের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জমির মূল্যের প্রথম কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হবেন তারা অতিরিক্ত ০৩ (তিন) মাস পর্যন্ত ৯% সুদসহ ১ম কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে পারবেন। অন্যথায় তাহাদের বরাদ্দপত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে কোন নোটিশ জারী করা হবে না।

৪.৫ প্রথম কিস্তির টাকা প্রদানের পর যারা সময়মত অন্যান্য কিস্তির মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হবেন, তাদেরকে কিস্তির জন্য নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিন পর্যন্ত খেলাপী টাকার উপর ১৩% হারে , ৯০ (নব্বই) দিন অতিক্রান্ত হলে খেলাপী টাকার উপর ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত ১৬% হারে সুদসহ টাকা গ্রহণ করা যাবে। তবে ৬ (ছয়) মাসের অধিক সময় খেলাপী হলে কেন বরাদ্দ বাতিল করা হবে না তার ব্যাখ্যা চাওয়া হবে এবং যুক্তিসংগত কারন বিবেচনায় ০১ (এক) বছর পর্যন্ত ১৮% এবং ০৩ (তিন) বছর পর্যন্ত ২১% হারে সুদ নেওয়া যাবে। তবে খেলাপী কাল ০৩ (তিন) বছরের অধিক হলে বরাদ্দ বাতিল হবে। তবে যুক্তিসংগত কারন বিবেচনায় যে কোন মেয়াদী খেলাপী চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদক্রমে কেস টু কেস নিষ্পত্তি করা যাবে। খেলাপীর কারনে বরাদ্দ বাতিলের ক্ষেত্রে জমাকৃত টাকার ২০% কর্তন পূর্বক অবশিষ্ট টাকা সুদবিহীন ফেরত দেয়া হবে।

Download from www.nha.gov.bd
Date: 18/09/2019

,

৪.৬ বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী নাগরিকগণ নির্ধারিত "এফসি" একাউন্ট এর মাধ্যমে অথবা বাংলাদেশী মুদ্রায় জমির মূল্য পরিশোধ করতে পারবেন। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ জমাকৃত অর্থ ফেরত দিলে তা বাংলাদেশী মুদ্রায় ফেরত দেয়া হবে। বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিময় হারের জন্য জামানতের অর্থ বাংলাদেশী মুদ্রায় হ্রাস পেলে তা গ্রহণে সম্মত থাকতে হবে।

৫.০ প্লট সমর্পণ ঃ

৫.১ আবেদনকারীগণ প্লট বরাদ্দ পাওয়ার পর **১ম** কিস্তি পরিশোধের পূর্বে প্লট নিতে ইচ্ছুক না হলে জামানতের টাকা হতে ২০% কর্তন পূর্বক অবশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে।

৫.২ প্লটের **৩য় কিস্তি** পরিশোধের পর প্লটটি আর সমর্পণ করা যাবে না, তবে মৃত্যুজনিত কারনে প্লট সমর্পণের ক্ষেত্রে জমাকৃত অর্থ হতে ৫% কর্তন পূর্বক অবশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে। তবে বরাদ্দ গ্রহিতা জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বরাদ্দকৃত প্লট বিক্রয়/বন্ধক/লীজ/বায়না/পাওয়ার অব এটর্নী (আম-মোক্তার) প্রদান করতে পারবেন।

৬.০ বরাদ্দ বাতিলকরণ, উচ্ছেদ করণ/ প্লটের বরাদ্দ হতে অব্যাহতি গ্রহণ ঃ

৬.১ প্লট গ্রহীতা জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিত বন্ধক, লীজস্বত্ব, বায়না, পাওয়ার অব এটর্নী (আম-মোক্তার) প্রদান করতে পারবেন না। এই শর্ত ভঙ্গের কারনে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিত তার বরাদ্দপত্র বাতিল করা হবে।

৬.২ জমির মূল্য সাময়িকভাবে প্রতি কাঠা ৪.০০ লক্ষ (চার লক্ষ) মাত্র ধার্য করা হয়েছে। যে কোন কারনে প্রকল্পের উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি পেলে উক্ত জমির মূল্য আনুপাতিকহারে বৃদ্ধি পাবে, যা পরিশোধে সম্মত থাকতে হবে। উক্ত বর্ধিত মূল্য বরাদ্দ প্রাপককে শেষ কিস্তির সাথে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় বরাদ্দপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে এবং জামানতের টাকা (সুদবিহীন) ফেরত দেওয়া হবে।

৬.৩ একান্নভুক্ত পরিবার হলে মাত্র একটি আবেদন করা যাবে। একান্নভুক্ত পরিবারের সদস্যগণ একাধিক প্লট পেলে এবং তা কোন সময়ে প্রমাণিত হলে, প্লটটি বাতিল করা হবে এবং প্লটের জন্য জমাকৃত জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে। তবে বিষয়টি ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৬.৪ অসম্পূর্ণ এবং ভুল তথ্য সম্বলিত আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য গোপন করলে বা ভুল তথ্য প্রদান করলে এবং প্রমাণিত হলে, বরাদ্দপত্র বাতিল করা হবে এবং জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৭.০ প্লট বরাদ্দ প্রদানের নিয়মাবলী/শর্তাবলী ঃ

৭.১ আবেদনকারীকে তার পেশা হিসাবে নিম্নবর্ণিত গ্রুপের যে কোন পেশা উল্লেখ করতে হবে। কোন আবেদনকারীকে নিম্নবর্ণিত (ক) গ্রুপ হইতে (ট) গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত না হলে অন্যান্য গ্রুপে (**ঠ গ্রুপে**) তার পেশার বিষয় উল্লেখ করতে হবে। কোন কোটায় প্লটের সংখ্যা অপেক্ষা দরখাস্ত কম হলে অথবা দরখাস্ত না পাওয়া গেলে অন্যান্য কোটায় তা সমন্বয় করা হবে। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভার সুপারিশের আলোকে এ ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৭.২ কোটার হার নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	ক্যাটাগরী	কোটার হার
(ক)	সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী	০৫%
(খ)	আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী	০৫%
(গ)	বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী	০৫%
(ঘ)	বিদেশে কর্মরত ব্যক্তি	১০%
(ঙ)	মুক্তিযোদ্ধা	০৫%
(চ)	ব্যবসায়ী	১০%
(ছ)	মন্ত্রণালয় এবং জাগৃক এ চাকুরীরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগনের জন্য নির্ধারিত (বরিশাল বিভাগের যেকোন জেলার অধিবাসী হইতে হইবে)।	০৪%
(জ)	অর্থ বিভাগ, আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত। (বরিশাল বিভাগের যেকোন জেলার অধিবাসী হইতে হইবে)	০১%
(ঝ)	জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প এলাকার অগ্রিহণকৃত ক্ষতিগ্রস্থ লোকজন	০৫%
(ঞ)	বিশেষ পেশা (শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষক ইত্যাদি)	১৫%
(ট)	সংরক্ষিত কোটা	২০%
(ঠ)	অন্যান্য	১৫%
	সর্বমোট	১০০%

৭.৩ সকল আবেদনকারীকে উন্মুক্ত লটারীর মাধ্যমে বরাদ্দ প্রাপক ও প্লটের নম্বর নির্বাচন করা হবে।

Download from www.nha.gov.bd Date: 18/09/2019

,

৮.০ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী/শর্তাবলী ঃ

৮.১ আবেদনকারীকে প্রকল্প এলাকার যে কোন স্থানে বরাদ্দকৃত প্লট গ্রহণে সম্মতি থাকতে হবে।

৮.২ বরাদ্দপ্রাপকের মৃত্যুজনিত কারনে বৈধ ওয়ারিশ/ওয়ারিশগণকে মৃত্যুর পরবর্তী কর্তৃপক্ষ বরাবর লিখিত আবেদন করে তার/তাদের নামে বরাদ্দ সংশোধন করে নিবেন। মূল বরাদ্দপ্রাপকের উপর প্রযোজ্য সকল শর্তাবলী তার বৈধ ওয়ারিশগণের উপর বর্তাবে।

৮.৩ প্রকল্পটি জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের স্ব-অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে।

৮.৪ বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটগুলি আবাসিক ব্যতিত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

৮.৫ প্রকল্প এলাকায় সাইট ডেভেলপমেন্ট করে পর্যাপ্ত পরিমান রাস্তা নির্মাণ করা হবে। প্রকল্প এলাকায় মসজিদ, স্কুল, পাম্প হাউজ, ঈদগাহ, সাইট অফিস এবং খেলার মাঠের জন্য স্থান নির্দিষ্ট থাকবে। প্রকল্প এলাকায় ডিপ-টিউবওয়েল স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।

৮.৬ প্রসপেক্টাসে উল্লিখিত যে কোন শর্ত/শর্তাদি জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ যে কোন সময়ে পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজন/বিয়োজন এর ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

৮.৭ প্লটের সংখ্যা বেশী হলে আবেদনকরীগণের মধ্যে হতে পরবর্তীতে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভার সিদ্ধান্তে সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্লট বরাদ্দের বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

৮.৮ প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জমি অধিগ্রহণ সাপেক্ষে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব হবে। অন্যথায়, জমাকৃত জামানতের অর্থ সুদ ব্যতিত ফেরত দেয়া হবে। জমি অধিগ্রহণজনিত কারনে প্লটের আয়তন/সংখ্যা পরবর্তীতে কম/বেশী হতে পারে।

৯.০ আবেদনকারীকে নিম্নে বর্ণিত কাগজপত্রাদি মূল আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে ঃ

৯.১ চাকুরীজীবি আবেদনকারীকে তার চাকুরীতে যোগদানের তারিখ, মূল বেতন, বেতন স্কেল, পদবী বিষয়ে স্ব-স্ব নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যয়ন সংগ্রহ করে আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।

৯.২ মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আবেদনকারীগণকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র/সাময়িক সনদপত্রের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে।

৯.৩ প্রকল্প এলাকার জমি অধিগ্রহণ জনিত ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিগণ যারা (ঝ) গ্রুপে আবেদন করবেন, তাদেরকে এওয়ার্ড সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে।

৯.৪ বিশেষ পেশাজীবি (শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, আইনজীবি, শিক্ষক ইত্যাদি) কোটায় আবেদনকারীগণকে স্ব স্ব উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

৯.৫ ব্যবসায়ী /শিল্পপতি কোটায় আবেদনকারীগণের ক্ষেত্রে অবশ্যই সনদ/ ট্রেড লাইসেন্স সংযুক্ত করতে হবে।

৯.৬ প্রকৌশলী, আইনজীবি, চিকিৎসক কোটায় আবেদনকারীগণকে স্ব-স্ব রেজিষ্ট্রার্ড কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রত্যয়নপত্র অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

৯.৭ প্রত্যেক আবেদনকারীকে অবশ্যই প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক এর সম্মুখে নির্ধারিত ছকে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ০১-০৬-২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখের পরে সম্পাদিত হলফনামা আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। NRB এর জন্য কর্মরত দেশের প্রচলিত ব্যবস্থা/বাংলাদেশ দূতাবাসের কোন কর্মকর্তার সম্মুখে সম্পাদিত হলফনামা আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হবে।

৯.৮ আবেদনকারীগণ যাদের বাৎসরিক আয় ২,৫০,০০০.০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার উর্দ্ধে তাদেরকে হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন সার্টিফিকেট আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করতে হবে। চাকুরীজীবি আবেদনকারীদের বেতন স্কেল ও মাসিক বেতন সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়কর সার্টিফিকেট আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী নাগরিকদের উক্ত সার্টিফিকেট বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করতে হবে। আবেদনকারীগণ, যাদের বাৎসরিক আয় ২,৫০,০০০.০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার নিচে, তাহাদের আয়ের স্বপক্ষে ১ম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় চাকুরীরত ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা/চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ/মেয়র, পৌরসভা কর্তৃক সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে।

৯.৯ আবেদনকারীর সঠিক বয়স প্রমাণের জন্য ১ম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় চাকুরীরত ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা দ্বারা সত্যায়িত এস, এস,সি /সমমান পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেট/ভোটার আইডি কার্ড/জন্ম নিবন্ধন সনদ/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ সিটি কর্পোরেশনের কমিশনারের সার্টিফিকেট সংযুক্ত করতে হবে।

Download from www.nha.gov.bd Date: 18/09/2019

,

৯.১০ আবেদনপত্রের সাথে আবেদনপত্র ক্রয়ের মূল রশিদ সংযুক্ত করতে হবে।

১০.০ যে সকল কারনে আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে ঃ

১০.১ অসম্পূর্ণ/অস্বাক্ষরিত/অসত্য ও ত্রুটিপূর্ণ তথ্য সম্বলিত আবেদনপত্র।

১০.২ ঘষামাঝা/ফ্লুইড দেয়া আবেদনপত্র।

১০.৩ নিজ নামে ইস্যুকৃত আবেদনপত্র ব্যতীত অন্য আবেদনপত্র।

১০.৪ ফটোকপিকৃত আবেদনপত্র।

১১.০ চুক্তিপত্র সম্পাদন ঃ

১১.১ দখলপত্র গ্রহণের সময় বরাদ্দ প্রাপককে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের সাথে নির্ধারিত সকল শর্তাবলী প্রতিপালনের লক্ষ্যে ৩০০/- (তিনশত) টাকা মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে "চুক্তিপত্র" সম্পাদন করতে হবে।

১২.০ ইজারা দলিল সম্পাদন ঃ

১২.১ প্লটের সমুদয় মূল্য পরিশোধের পর বরাদ্দ প্রাপককে নিজস্ব ব্যয় ও উদ্যোগে জাতীয় গৃহায়ন কতৃপক্ষের সাথে ইজারা দলিল (Lease Deed) সম্পাদন করতে হবে।

১২.২ প্লট বরাদ্দ প্রাপকগণ জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের অন্য কোন প্রকল্পের বা কোন হাউজিং এস্টেট এর জন্য প্রযোজ্য কোন শর্ত/সুবিধাকে এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়া দাবী করতে পারবেন না।

১২.৩ প্রসপেক্টাস অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে যে কোন সময় প্রসপেক্টাসে বিদ্যমান অনুচ্ছেদ, উপ-অনুচ্ছেদ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১২.৪ এ প্রসপেক্টাসে উল্লেখিত যে কোন শর্ত সম্পর্কে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা চুড়ান্ত মর্মে বিবেচিত হবে এবং তা সংশ্লিষ্ট সকলের সমভাবে প্রয়োগযোগ্য হবে।

মোঃ রাশিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
ফোন : (০২) ৯৫৬২৭৬২
ই-মেইল: chairman@nha.gov.bd

Download from www.nha.gov.bd Date: 18/09/2019

,

- আবাদি জমি রক্ষা করি, পরিকল্পিত আবাস গড়ি *

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে পিরোজপুর জেলা শহরে
আবাসিক প্লট বরাদ্দের

আবেদনপত্র

আবেদনপত্রের ক্রমিক নম্বর

অফিস কর্তৃক পূরণ করা হইবে

২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি

১ (এক) কপি সৃদৃঢ়ভাবে আঠা দিয়ে লাগাইতে হইবে

১। আবেদনকারীর নাম (স্পষ্ট অক্ষরে) ঃ
বাংলায় .....
ইংরেজীতে (ক্যাপিটাল লেটারে).....

২। পিতার নামঃ ....., মাতার নাম ঃ .....

৩। আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ঃ ....., বয়স ঃ .....
(বয়সের প্রমাণপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে)

৪। বর্তমান ঠিকানা ঃ .....
.....
টেলিফোন নম্বর ঃ ..... মোবাইল ঃ .....

৫। স্থায়ী ঠিকানা ঃ .....
(প্রমানপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে)

৬। জাতীয় পরিচয় পত্র নং ঃ .....

৭। পেশার বিবরণ ঃ
(ক) অফিস/সংস্থা/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ
(খ) চাকুরীজীবি হইলে ঃ ১। পদের নাম ঃ ২। বেতন স্কেল ঃ
৩। বর্তমান প্রাপ্ত মূল বেতন ঃ ৪। চাকরীতে যোগদানের তারিখ ঃ
৫। চাকুরীর মেয়াদ কাল ঃ
(গ) ব্যবসায়ী হইলে ব্যবসার ধরণ ঃ
(ঘ) মোট আয় (বাৎসরিক) ঃ
(আয়ের স্বপক্ষে প্রমাণ পত্র এবং আয়কর সনদের সত্যায়িত কপি দাখিল করিতে হইবে)

৮। টি আই এন নম্বর (যদি থাকে)ঃ .....

৯। (ক) প্রসপেক্টাস ও আবেদনপত্র ক্রয়ের রশিদ নম্বর ঃ....., তারিখ ঃ .....
(মূল রশিদ সংযুক্ত করিতে হইবে)
(খ) চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ বরাবরে জমাকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফ্ট নংঃ.....
টাকার পরিমাণঃ ....., তারিখঃ .....
ব্যাংকের নাম ঃ ....., শাখা ঃ .....
(গ) বৈদেশিক আবেদনকারী FC A/C. No. 0211-130000300 হিসাবে SWIFT CODE BKSIBDDHA 002 BASIC BANK LIMITED (Main Branch) MOTIJHEEL, DHAKA, BANGLADESH- এ অর্থ প্রেরণের বিবরণঃ
.....
(প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে)।

১০। আবেদনকৃত প্লটের পরিমাণ ঃ
(কোন প্রকার কাটাকাটি/ঘষা মাজা/ফ্লুইড ব্যবহার করা যাবে না)

১১। যে পেশা/কোটায় প্লট পাইতে আগ্রহী ঃ
(কোন প্রকার কাটাকাটি/ঘষা মাজা/ফ্লুইড ব্যবহার করা যাবে না)

১২। প্রসপেক্টাসে বর্ণিত চাহিদামতে সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করিতে হইবে।

১৩। হলফনামার তারিখ ঃ .....

১৪। আবেদনকারীর (নিজ নামে) অন লাইন ব্যাংক হিসাব নম্বর (যদি থাকে) ঃ .....,
ব্যাংকের নাম ঃ ....., শাখাঃ .....,
রাউটিং নম্বর.....(জামানতের অর্থ ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে)।

আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমার উপরোক্ত প্রদত্ত তথ্যসমূহ নির্ভুল এবং সত্য।

আবেদনের তারিখ ঃ .....

_____
(আবেদনকারীর স্বাক্ষর)

Download from www.nha.gov.bd Date: 18/09/2019

(বিঃ দ্রঃ আবেদনপত্র পূরণ করিবার পূর্বে অনুগ্রহ পূর্বক প্রসপেক্টাস মনোযোগ দিয়ে পাঠ করিবেন)

,

ছবি

পরিশিস্ট-খ

৩০০/- টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে
“হলফ নামার নমুনা”

আমি :.....
পিতাঃ.....
স্বামী/স্ত্রী :.....মাতা.....
জন্ম তারিখ :.....
০১-০৬-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের বয়স.....বছর.....মাস.....দিন
পেশাঃ.....
বর্তমান ঠিকানা :.....
.....
স্থায়ী ঠিকানা : .....
.....
নাগরিকত্ব .....

এ মর্মে ঘোষণা ও অঙ্গীকার করছি যে, নিজস্ব বসবাসের জন্য আমার একটি আবাসিক প্লটের প্রয়োজন এবং আরো অঙ্গীকার করছি যে, আমার নিজের নামে/স্ত্রী/স্বামী/সন্তান/পোষ্যের নামে কিংবা বেনামে ইতোপূর্বে সাবেক গৃহসংস্থান অধিদপ্তর (বর্তমানে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ) অথবা অন্য কোন সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হতে হতে পিরোজপুর শহরে/ পিরোজপুর পৌর এলাকার মধ্যে কোন প্লট বরাদ্দ করা হয় নাই।

আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে, প্রসপেক্টাসের যাবতীয় শর্তাবলী এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথা সময়ে জারীকৃত সকল শর্তাবলী মেনে চলবো।

উর্পযুক্ত ঘোষনা সত্য ও নির্ভুল।

.....
হলফকারীর পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

হলফকারী আমার পরিচিত,
তিনি আমার সম্মুখে স্বাক্ষর করেছেন,
আমি তার পরিচয় প্রদানকারী

.....
এডভোকেট

নোটারী পাবলিক/প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট

.....
বিদেশে চাকুরীরত/কর্মরত প্রার্থীদের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের নোটারী পাবলিক /
বাংলাদেশ দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীলমোহর

Download from www.nha.gov.bd Date: 18/09/2019